বিয়ে করতে অস্বীকার প্রেমিকের, আত্মহত্যা অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকার

সৌরভ রায় ● খানাকুল

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক বার সহবাসের পরে তা অস্বীকার করায় বিষপান করে আত্মঘাতী হলেন এক কলেজ ছাত্রী। ঘটনা হুগলির খানাকুলের উদয়পুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতা ওই ছাত্রীর নাম প্রমিতা সিং (১৯)। ঘটনার জেরে মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোনও গুরুত্বই দেয়নি, সেই সাথে প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করেনি বলে অভিযোগ মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশিদের। পুলিশের এই ভূমিকাতে এলাকা বাসিন্দারা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। এদিকে ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই অভিযুক্ত যুবক অভিনন্দন বসু ও তার পরিবার এলাকা থেকে পালিয়েছে বলে খবর। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, প্রমিতা ও অভিনন্দন খানাকুলের পলাশপাই এলাকার একটি ডি এল এড কলেজে একই সাথে পড়াশুনা করতেন। তাই সেই সুবাদে অভিনন্দন মাঝে মধ্যে নোটস দেওয়া ও লেখার জন্য প্রমিতাদের বাড়ি যেত। প্রায় বছর খানেক ধরে এদের মেলামেশা ও সম্পর্ক। এরপরে প্রেম হয়। এদিকে মৃত্যুর আগে হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময়ে প্রমিতা তাঁর মাকে জানান যে, তিনি অন্তঃসত্ত্বা। এর আগে এই খবর অভিনন্দনকে জানান এবং বিয়ের কথাও বলেন। কিন্তু অভিনন্দন সব কিছু অস্বীকার করে ও তার ওপর অত্যাচার শুরু করে। প্রকাশ্য রাস্তায় মারধরও করে। এমনকি তাঁকে মরে যেতে প্ররোচিত করে বলে অভিযোগ। তাতেও প্রমিতা নাছোড়বান্দা হওয়ায় তাঁকে ঘাস মারা কীটনাশক দেয় অভিনন্দন। এরপরে সেই কীটনাশক খেয়েই মরে যেতে বসে। এমনই অভিযোগ মৃতার মা পম্পা সিং-এর। এরপরেই গত ৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে প্রমিতা এই কীটনাশক খান ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বাড়িতে বমি করতে থাকেন। সবুজ রঙের বমি দেখে বাড়ির লোকজন ভয় পেয়ে যান ও তাঁকে তড়িঘড়ি খানাকুল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার বেকবাগান এলাকার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন তাঁরা।

সেখানে এতদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়াই করে শনিবার রাতে মারা যান প্রমিতা। এদিকে এই ঘটনার জেরে পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। অভিযুক্ত অভিনন্দনের শাস্তির দাবিতে সরব এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা এও অভিযোগ করেন যে, খানাকুল থানার পুলিশ ইচ্ছাকৃত ভাবে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করছে না।

সম্পত্তি বিবাদ, প্রতিবেশিকে পিটিয়ে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধনিয়াখালি ঃ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে প্রতিবেশি যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল হুগলির ধনিয়াখালিতে। মৃত যুবকের নাম কার্তিক হালদার (২৩)। ঘটনাটি ঘটেছে ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত পোড়াবাজার এলাকায়। অভিযুক্ত প্রতিবেশিরা ঘটনার পর থেকেই পলাতক। বেশ কিছুদিন ধরে কার্তিক হালদার পরিবারের সঙ্গে কার্তিক রায়ের পরিবারের বিবাদ চলছিল। দুই প্রতিবেশির মধ্যে বিবাদ ছিল সম্পত্তি নিয়ে। আটদিন আগে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চরমে ওঠে। অভিযোগ রবিবার সকালে কার্তিক

হালদারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় প্রতিবেশি কার্তিক রায় ও আরও কয়েকজন। বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয় তাঁকে। মাথায় বাঁশের আঘাত লাগায় অচৈতন্য হয়ে পড়লে বাড়ির পাশেই তাকে ফেলে রাখা হয়। পরে ওই যুবককে ধনিয়াখালি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্তরা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

বিজেপি কর্মীদের মারধর, অভিযুক্ত তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই বিজেপি কর্মী। তাঁদের মধ্যে দীপঙ্কর ভৌমিক নামে এক কর্মীর অবস্থা গুরুতর। তাঁকে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের কিশোরপুর ১নং অঞ্চলের শিবতলায়। ৪৩নং জেলা পরিষদের বিজেপি সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মাজি জানান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান উপলক্ষ্যে এদিন এলাকায় কর্মসূচী চলছিল। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য অসিত কুণ্ডু ছাড়াও মধুসূদন বাগ, চিন্ময় মল্লিক, লক্ষী বেরা প্রমুখ জেলা নেতৃত্ব। কিছুক্ষণ পর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের কর্মীদের উপর চড়াও হয়। কিছুটা দূরেই ছিলেন দীপঙ্কর ভৌমিক। তাঁকে কোদালের বাঁট দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁর ডান পায়ে গুরুতর চোট লাগে। এছাড়াও একজনকে মারধর করা হয়েছে। খানাকুল থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে। দীপঙ্করকে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের দলের কেউ জড়িত নয়। দলের বদনাম করতেই তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের ১১৬তম জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে রবিবার প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী, জননেতা ও শিক্ষাব্রতী ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের ১১৬তম জন্মদিবস পালিত হল। এই উপলক্ষে হুগলির আরামবাগের কালীপুরে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে, শিল্পগুরু হরিপ্রসাদ মেদ্দা, ড. প্রণবকুমার দালাল, প্রধানশিক্ষক রাজকুমার রায় প্রমুখ। এরপর তাঁরা নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করেন। এছাড়াও এদিন গোঘাটের বালি হাইস্কুল প্রাঙ্গনে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের স্মৃতিতে এক স্মরণসভা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মানস মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, পরমার্থ ঘোষ প্রমুখ। এপ্রসঙ্গে বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, রাস্তা সংস্কারের জন্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের মূর্তি সরিয়ে নিতে হয়। কিন্তু পৌরপ্রধান স্বপন নন্দীর উদ্যোগে এই মূর্তি পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল প্রথমে সুভাষনগরে অর্থাৎ বেঙ্গাইয়ে হাইস্কুল খুলেছিলেন। সেই বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা শরৎচন্দ্র। তিনি লোক মারফৎ তৎকালীন যুগে ৩০০টাকা পাঠিয়েছিলেন। গোঘাটের বুকে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

খানাকুলে শিশুসহ দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত চার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় এক শিশুসহ মৃত্যু হল দুজনের। এছাড়াও ঘটনার জেরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন আরও চারজন। জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যানাগাদ খানাকুলের বাওনার কোন এলাকায় একটি ইঞ্জিন ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, পাটবোঝাই ওই ইঞ্জিন ভ্যানটি এদিন খানাকুলের নবীচক থেকে চিংড়া যাওয়ার পথে বাওনার কোন এলাকায় নদীবাঁধের উপর উঠতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজনের উপর উল্টে যায়। এদের মধ্যে এক চারবছরের শিশুও ছিল বলে খবর। ঘটনার সময় সে রাস্তার পাশে খেলছিল, তখনই ইঞ্জিনভ্যানটি এসে তার গায়ের উপর পড়ে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে। জানা গেছে, মৃত ওই শিশুটির নাম কিরণ দোলুই (৪)। তার বাড়ি ঘটনাস্থলের পাশেই। এদিকে এই ঘটনায় স্থানীয় দু'জন পথচারীও আহত হন বলে খবর। চিকিৎসার জন্য তাঁদের হাওড়ার উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপরদিকে রবিবার দুপুরে খানাকুলের মধ্যাড়ঙ্গ এলাকায় বাইক ও মারুতির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম প্রকাশ অধিকারী(২১)। তাঁর বাড়ি স্থানীয় কুমারহাট এলাকায়। ঘটনার জেরে বাইকের অপর আরোহী রাতুল দুয়ারী(১৮)কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে খানাকুল হাসপাতাল ও পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এদিন দুপুরে আরামবাগ-গড়েরঘাট রাস্তা দিয়ে গড়েরঘাটের দিক থেকে একটি বাইকে আসছিলেন প্রকাশ ও রাতুল। মধ্যাড়ঙ্গের কাছে অপর দিকে থেকে আসা একটি মারুতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের ধাক্কা মারে। ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় উভয়কে চিকিৎসার জন্য খানাকুল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রকাশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। উভয় ঘটনার পরেই গাড়ির চালক গা ঢাকা দেয় বলে খবর। তবে পুলিশ তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

পুলিশের তাড়ায় গোরু ফেলে পালাল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ কিছুদিন ধরেই হুগলির গোঘাটের বিভিন্ন প্রান্তে গোরু চুরির ঘটনা ঘটছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করেছিল। প্রতিরাতে চেকপোস্টে নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল। তারই সুফল মিলল শনিবার রাতে। দুটি গোরু চুরি করে ট্রাকে করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। এরপর তারা হাজিপুরে ঢুকে তাপস ঘোষের মাটির গোয়াল থেকে গোরু চুরির চেষ্টা করে। গ্রামবাসীরা চিৎকার করলে তারা গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। হাজিপুর চৌমাথার কাছে পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে। গাড়ির চালক ও খালাসিসহ দুষ্কৃতীরা গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশ ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটিকে ও দুটি গোরু উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে গোঘাট থানা তদন্ত শুরু করেছে। এর সূত্র ধরে বিগত দিনে চুরি যাওয়া গোরুগুলিরও হদিশ পাওয়া যাবে বলে মনে করছে গোঘাট থানার পুলিশ।

উদ্যোগী সংঘের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপাল ঃ হুগলির হরিপাল কাঁকড়াজোল উদ্যোগী সংঘের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল রবিবার। কাঁকড়াজোল শিবতলা খেলার মাঠে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বোরাম মান্নাসহ বাবলু গায়েন ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এদিনের রক্তদান শিবিরে প্রায় ১০০জন রক্তদাতা রক্ত দেন। এবছর রক্তদান শিবির ১৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। বোচারামবাবু জানান, মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে উদ্যোগী সংঘ প্রত্যেক বছর এই ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে তা খুবই প্রশংসনীয়। রক্তদানের মধ্য দিয়ে মানুষের সেবা করা মহান কাজ। এই রক্তদান উৎসবে যারা অংশগ্রহণ করেছে, তাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানায়। আগামী দিন এই ক্লাব আরও উন্নতি লাভ করবে এটাই কামনা করি।

ফরওয়ার্ড ব্লকের গোঘাট থানা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের গোঘাট থানা কমিটির ১৮তম সম্মেলন রবিবার অনুষ্ঠিত হল কামারপুকুর ডাকবাংলো সুভাষভবনে। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি সুনীল সাহা, জেলা সম্পাদক শিবপ্রসাদ মালিক, থানা কমিটির সম্পাদক হরপ্রসাদ মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক ছাড়াও অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। আগামী দিনে কিষকদের রাজনৈতিক পরিকাঠামো তৈরি করা হবে এবং সামনের লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে কিভাবে আগামী দিনে সংগঠনকে শক্তিশালী করা হবে তা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়।

আরামবাগে ছাগল চুরির চেষ্টা, ধৃত যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ ছাগল চোর সন্দেহে পুলিশ শ্রেফতার করল এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম কৌশিক দে। বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানা এলাকায় হলেও বেশ কয়েক বছর ধরে আরামবাগ ৬নং ওয়ার্ডের আন্দিমহল্লায় সে ভাড়া থাকে। জানা গেছে, রবিবার সকালে কৌশিক গৌরহাটী হাইস্কুলের কাছে একটি ছাগল ঘোরাঘুরি করছিল। সুযোগ বুঝে কৌশিক সেটিকে নিজের ব্যাগে ভরে নেয়। কিন্তু ছাগলটি চিৎকার করতে থাকে। ছাগলটি ছিল স্থানীয় বাসিন্দা শক্তি মালিকের। শক্তিবাবুর ভাইপো শ্রীমন্ত ছাগলটির চিৎকার শুনে বুঝতে পেরে যায়। সে তখন কৌশিককে ধরে রাখে। এলাকার মানুষও জড়ো হয়। এরপর খবর দেওয়া হয় আরামবাগ থানায়। পুলিশ শ্রেফতার করে নিয়ে যায় কৌশিককে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আহত ৮

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ নতুন পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের পরেই আবার শুরু হয়ে গেল হুগলির গোঘাটের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। শনিবার রাতে ও রবিবার দুপুরে দু'দফায় গোঘাটের ভাদুর অঞ্চলের গোপীনাথপুর ও মেথুলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গোপীনাথপুরের ঘটনাটি দলীয় নেতৃত্ব বসে মিটিয়ে দিলেও পুনরায় দলীয় কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত প্রধান শান্তিনাথ রায় ও অঞ্চল সভাপতি প্রবীর ঘোষের অনুগামীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় প্রবীর ঘোষের অনুগামীদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের মধ্যে মহিলা ও বাচ্চাসহ একই পরিবারের ৮জনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও তৃণমূল বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, বিষয়টি পুলিশ দেখছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ হুগলির কোন্নগর নবগ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই একটি নির্মীয়মান বহুতলে পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক রাজমিস্ত্রির। মৃতের নাম সুজন দাস (২২)। বাড়ি বর্ধমান নবগ্রামে। এক ঠিকাদারের অধীনে রাজমিস্ত্রির কাজ করত। রবিবার সকালে জলের পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সে। স্থানীয়রাই তাকে উদ্ধার করে কানাইপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। আবাসনে কর্মরত শ্রমিকদের বক্তব্য, পাম্প মেশিনের কোনো বিদ্যুৎ সংযোগকারী তার খুলে যাওয়ার কারনেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

প্রয়াত সদস্যের স্মরণে ক্লাবে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ ক্লাবের প্রয়াত সদস্যের স্মরণে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল হুগলির আরামবাগ শহরের পল্লীশ্রী যুগযাত্রী ক্লাব। এদিন ছিল তাঁদের প্রয়াত সদস্য রঞ্জন হালদার ওরফে মিঠুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। উল্লেখ্য, গত বছর ২৩ সেপ্টেম্বর পল্লীশ্রী মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মিঠুর। তাঁর বাড়ি আরামবাগের দৌলত পুরে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, কাউন্সিলর কৃষ্ণ বারিক, কবি সাধন বারিক, প্রাক্তন কাউন্সিলর মানিক গায়েন, সংগীত শিল্পী অশোক ঘোষ ও বানান বিশেষজ্ঞ বিভাংশু দত্ত প্রমুখ। ক্লাবের সম্পাদক লক্ষী রায় বলেন, মিঠুই ছিলেন ক্লাবের দুর্গাপুজোর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা।

তাই গত বছর তেমনভাবে আমরা দুর্গাপুজো করতে পারিনি। তাঁরই স্মৃতিতে রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। মোট ৩২জন রক্তদান করেন।

গোঘাটে নেবারহুড ইয়ুথ পার্লামেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ হুগলির গোঘাটের চাতরা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় হুগলি নেহেরু যুব কেন্দ্রের সহায়তায় এবং কামারপুকুর ব্রতচারী মণ্ডলীর পরিচালনায় নেবারহুড ইয়ুথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হারাধন পাত্র। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রথীনকান্তি মণ্ডল, প্রশান্ত বোস, অভিজিৎ লাগা, প্রাক্তন প্রধান মধুমিতা খাঁ, প্রভাস নন্দী, শশাঙ্ক মণ্ডল, সনৎ কোলে, বাউল শিল্পী শম্ভুনাথ মোহন্ত প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন কুলকি গ্রামের অনির্ভরগোষ্ঠীর কর্মীরা এবং ভালুর অঞ্চলের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আশাকর্মীরা। এই অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, উন্নতি, মঙ্গল এবং পুষ্টিবিধান, এডস, প্রতিরোধ, ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন গ্রামীণ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক বিষয়, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, পথ নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এপ্রসঙ্গে কামারপুকুর ব্রতচারীমণ্ডলীর সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র রায় বলেন, এই সচেতনতা শিবিরে গ্রামবাসীরা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছেন। আশা রাখছি আগামী দিনে এধরনের শিবিরের মাধ্যমে এলাকার মানুষকে আরও বেশি করে সচেতন করতে পারব।

দরিদ্র দম্পতি কচ্ছপ উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিলেন বনদপ্তরকে

সোমা মণ্ডল আরামবাগঃ ভালো কাজের জন্য সবসময় প্রথাগত শিক্ষা থাকার প্রয়োজন হয় না। ভালো মন বা ইচ্ছা থাকলেই ভালো কাজ করা যায়। আর তা আরও একবার প্রমাণ করলেন হুগলির আরামবাগের আরাণ্ডী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পুর গ্রামের এক দম্পতি। তাঁরা হলেন শ্রীকান্ত মণ্ডল ও কল্পনা মণ্ডল। রবিবার সকালে তাঁরা প্রায় ৩ কেজি ওজনের একটি কচ্ছপ উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিলেন। শ্রীকান্তবাবু প্রতিবন্ধী, মূক ও বধির। কোনওদিন লেখাপড়া করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী কল্পনাদেবী তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তাঁদের দুই ছেলে, শরণদীপ ও চয়ন। শরণ নবম শ্রেণিতে ও চয়ন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। আর্থিক অবস্থা

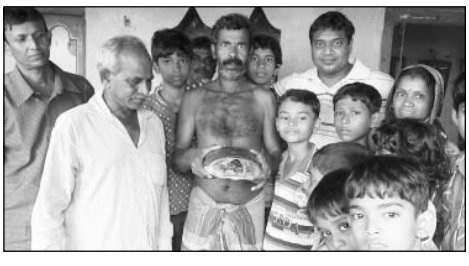

একেবারেই খারাপ। বিঘেখানেক জমিতে চাষ করে আর গোরু-ছাগল চরিয়ে যেটুকু উপার্জন হয় তা দিয়ে কোনওরকমে সংসার চলে। কল্পনাদেবী জানালেন, তাঁর স্বামী শনিবার রাত ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির পাশেই রয়েছে সব্জী জমি। সেখানে একটি কচ্ছপ মাটি খুঁড়ছিল। তিনি তা দেখতে পান। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে সেখানে ডেকে নিয়ে যান। এরপর কল্পনাদেবী ওই কচ্ছপটি উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তাঁরা ঠিক করেন ওই কচ্ছপটি তাঁরা বনদপ্তরের হাতে তুলে দেবেন। কারণ তাঁরা শুনেছেন কচ্ছপ লুপ্তপ্রায় প্রাণী। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এধরনের কচ্ছপ বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে। তাই তাঁরা ঝুড়ি চাপা দিয়ে সেটি রেখে দেন। রাতে কচ্ছপটি আট-দশটি ডিম পাড়ে। কিন্তু সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই গ্রামের অনেকেই কচ্ছপ দেখতে তাঁদের বাড়িতে ভিড় করেন। অনেকে সেটি মোটা টাকার বিনিময়ে কিনে নেবেন বলে জানান। কেউ আবার তাঁদের নিজেদেরকেই মেরে খেয়ে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু কল্পনাদেবীরা কোনও প্রলোভনেই পা দেননি। তিনি তাঁর এক ভাগ্নার মাধ্যমে আরামবাগ বনদপ্তরে খবর দেন। বেলার দিকে বন দপ্তরের দুই কর্মী তাঁদের বাড়িতে পৌঁছান। কল্পনাদেবী ও শ্রীকান্তবাবু তাঁদের হাতে ওই কচ্ছপটি তুলে দেন। তাঁদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন বনকর্মীরা। এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অনেকেরই বক্তব্য, এই দম্পতি স্কুল-কলেজে গিয়ে তেমনভাবে পড়াশোনা করেননি। তা সত্ত্বেও তাঁরা যেভাবে পরিবেশের কথা ভেবে কচ্ছপটিকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিলেন তার সত্যিই প্রশংসা না করে উপায় নেই। অনাদিকে কল্পনাদেবী বলেন, একটা কচ্ছপ মেরে খেয়ে নিয়ে কি লাভ হবে? তার থেকে এই কচ্ছপ বাঁচিয়ে রাখলে আগামী দিনে তার থেকে অনেক কচ্ছপ জন্ম নেবে। এভাবে কচ্ছপের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে। সমস্ত মানুষের উপকার হবে। এবিষয়ে আরামবাগ ফরেস্ট রেঞ্জার শ্যামল মুখার্জী বলেন, অন্যদের এই উদ্যোগে আমরা খুব খুশি। এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গৌরহাটী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের, গৌরহাটী বাজারে মার্কেট কমপ্লেক্স-এর ২ তলের ৯টি ঘর বিলি বন্টনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় নথি ও অন্যান্য বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য গৌরহাটী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করুন সোমবার থেকে বুধবার।

সৌজন্যে- গৌরহাটী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭০২৮৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।